ভূমিকা ঃ

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণ্যে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্ণওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে ঃ

পুস্তিকা নং-১ ঃ মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ ঃ নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ ঃ টার্ণওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ ঃ মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ ঃ হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ ঃ চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ ঃ উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ ঃ দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ ঃ ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ ঃ মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ ঃ মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ ঃ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ ঃ আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ ঃ মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ ঃ মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ ঃ অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি বলতে কি বুঝায় ?

রপ্তানি অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হতে বাংলাদেশের অধিক্ষেত্রাধীন সমুদ্র অঞ্চলসহ উহার ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহ। রপ্তানিকারককে মূসক নিবন্ধনপত্রে ব্যবসায়ের প্রকৃতি (Tax Payer Type) ঘরে রপ্তানিকারক হিসেবে অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

২। রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর এর হার কত?

রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে 'শূন্য' হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য।

৩। রপ্তানির উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত পণ্যের মোড়ক কিরূপে প্রস্তুত করতে হয় ?

রপ্তানির উদ্দেশ্যে তৈরীকৃত পণ্য যে মোড়কে মোড়কজাত করা হয় উহার প্রতিটির উপর অমোচনীয় কালিতে বছরওয়ারী একটি ক্রমিক সংখ্যা এবং রপ্তানিকারকের নাম ও অন্য কোন ট্রেডমার্ক থাকলে উহা উল্লেখ করতে হয় এবং প্রতিটি মোড়কের উপর অমোচনীয় কালিতে "রপ্তানির জন্য" চিহ্ন সম্বলিত সীলমোহর দ্বারা সীল করতে হয়।

৪। রপ্তানিতব্য পণ্য কোথায় পরীক্ষা করা যায় ?

পণ্য উৎপাদনস্থলে, রপ্তানি বন্দরে বা অন্য কোন অনুমোদিত স্থানে রপ্তানিতব্য পন্য পরীক্ষা করা যায়।

৫। রপ্তানিতব্য পণ্য উৎপাদনস্থলে পরীক্ষার ক্ষেত্রে করণীয় কি ?

- পণ্য সরবরাহের অন্যূন ২৪ ঘন্টা পূর্বে রপ্তানিকারককে মূসক-২০ ফরমে ৪টি অনুলিপি এবং মূসক-১১ চালানপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।
- পণ্য পরীক্ষা উৎপাদনস্থলে করতে চাইলে রাজস্ব কর্মকর্তা বা সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন।

- দায়িত্ব প্রাপ্তির ১২ ঘন্টার মধ্যে উক্ত কর্মকর্তা পণ্য পরীক্ষা করে সঠিক পেলে পণ্যের মোড়কে "মূসক বিভাগ কর্তৃক পরীক্ষিত" চিহ্ন সম্বলিত সীল প্রদান করবেন এবং আবেদনপত্রের চারটি অনুলিপিতে ও চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপিতে "পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে" মর্মে সীল স্বাক্ষর প্রদান পূর্বক মূসক-২০ ফরমের তিনটি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারককে ফেরত প্রদান করবেন এবং অন্যান্য অনুলিপি মূসক কার্যালয়ে সংরক্ষিত হবে।

৬। রপ্তানিতব্য পণ্য বন্দরে পরীক্ষার ক্ষেত্রে করণীয় কি ?

রপ্তানিতব্য পণ্য বন্দরে পরীক্ষা করতে চাইলে রপ্তানিকারককে একইভাবে মূসক-২০ ফরমের চারটি অনুলিপি এবং মূসক চালানপত্রের মূল ও দ্বিতীয় অনুলিপি স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে। মূসক কার্যালয় আবেদন পত্রের চারটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের দুইটি অনুলিপিতে "পরীক্ষা রপ্তানি বন্দরে সম্পন্ন হবে" উল্লেখ করে আবেদনপত্রের প্রথম তিনটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারককে সরবরাহ করবেন। আবেদনপত্রের চতুর্থ অনুলিপি এবং চালানপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি মূসক কার্যালয়ে সংরক্ষণ করে পণ্য রপ্তানি বন্দরে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করবে।

৭। পরীক্ষিত পণ্য পুনরায় রপ্তানি বন্দরে পরীক্ষা করা যায় কি ?

শুধুমাত্র সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা প্রয়োজনবোধে পরীক্ষিত পণ্য রপ্তানি বন্দরে পুনঃ পরীক্ষার আদেশ দিতে পারেন।

৮। রপ্তানি বন্দরে কিভাবে পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয় ?

রপ্তানিতব্য পণ্য বন্দরে পৌঁছানোর পর রপ্তানি আবেদনপত্রের ৩টি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি শুল্ক কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। শুল্ক কর্মকর্তা পণ্য চালানটি যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পর আবেদন অনুযায়ী পণ্য চালানটি সঠিক পেলে পণ্য চালানটি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবেন এবং আবেদনপত্রের মূল অনুলিপিতে "রপ্তানি সম্পন্ন হয়েছে" মর্মে প্রত্যয়ন করবেন। আবেদনপত্রের দ্বিতীয় অনুলিপি শুল্ক ষ্টেশনে সংরক্ষণ করে আবেদনপত্রের সাথে অপর দুইটি অনুলিপি এবং চালানপত্রের মূল অনুলিপি রপ্তানিকারককে প্রদান করবেন।

৯। রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার পর রপ্তানিকারকের করণীয় কি ?

রপ্তানি সম্পন্ন হওয়ার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে রপ্তানি আবেদনপত্রের তৃতীয় অনুলিপিটি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে জমা প্রদান করতে হবে।

১০। কোন্ রপ্তানিকারককে পণ্য/সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক-২০ ফরমে আবেদন করতে হবে না ?

শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবা এবং মূল্য সংযোজন কর থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে মূসক-২০ ফরমে আবেদন করতে হবে না।

১১। প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক বলতে কি বুঝায় ?

প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক অর্থ এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র অথবা স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পণ্য সরবরাহ অথবা সেবা প্রদান করেন।

১২। "রপ্তানিকৃত বলে গণ্য" বলতে কি বুঝায় ?

রপ্তানিকৃত বলে গণ্য বলতে নিম্নে উল্লিখিত পণ্য ও সেবাকে বুঝাবে-

(অ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভোগ বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত নয় এই রূপ পণ্য বা সেবা উৎপাদনে, ব্যবস্থাপনায়, পরিবহনে বা বিপণনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামো বা অন্য কোন বস্তু যা বিদেশী মুদ্রায় বিনিয়োগ বা সরাসরি বিদেশ হইতে প্রত্যাবসিত বৈদেশিত মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ করা হয় এবং পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এরূপ অন্য যে কোন সেবা; এবং

(আ) কোন আন্তার্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় কর আরোপ না করার সুনির্দিষ্ট শর্তে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা।

১৩। অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর বিপরীতে পণ্য/সেবা সরবরাহ রপ্তানি হিসাবে গণ্য হবে কিনা ?

অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি এর বিপরীতে পণ্য/ সেবা সরবরাহকারীকে রপ্তানির সুবিধা ভোগ করতে হলে রপ্তানিকারককে নিম্নরূপ শর্ত প্রতিপালন করতে হবেঃ

(ক) পণ্য/সেবা গ্রহণকারীর (প্রকৃত রপ্তানিকারকের) বন্ডেড ওয়্যার হাউস লাইসেন্স থাকতে হবে।

(খ) পণ্য/সেবা সরবরাহের বিপরীতে পণ্য/সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য প্রকৃতি রপ্তানিকারকের ইউ.পি/ইউ.ডি তে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে।

১৪। পশ্চাদ সংযোগ বলতে কি বুঝায়? এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ কখন, কি শর্তে রপ্তানি বলে গণ্য হবে?

পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান (Backward Linkage Industry) অর্থ এমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যে শিল্প প্রতিষ্ঠান অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে এমন কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করে , যিনি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে কোন প্রকৃত রপ্তানিকারকের নিকট পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রে আবদ্ধ।

পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আইনের ধারা ৩ এর উপধারা (২) অনুযায়ী রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে:

(ক) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রপ্তানিমুখী বন্ডেড ওয়্যারহাউস বা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করতে হবে।

(খ) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার অনুকূলে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন থাকতে হবে এবং এতে অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র কিংবা অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের নম্বর ও তারিখ উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) উক্ত ঋণপত্রসমূহ যে ব্যাংকের সেই ব্যাংক কর্তৃক সত্যায়িত ঋণপত্রের অনুলিপিসহ ইউ.পি / ইউ.ডি সমূহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকতে হবে।

১৫। স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠান পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে তা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে কি?

না, তা রপ্তানিকৃত বলে গণ্য হবে না। পণ্য বা সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে হবে।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।